তারিখ ... 21 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬

প্রথম আলো

ভালো আছেন সলিমুল্লাহ এতিমখানার মেয়েরা

মুশফেকা ইসলাম ●

'তানজিলা কবিতা পারে। বলো, বলো'—তানজিলাকে সামনে ঠেলে দিল কয়েকজন। সুকুমার রায়ের 'সৎপাত্র' আবৃত্তি করে শোনাল সে। শুদ্ধ উচ্চারণে। এরপর ইলমা শোনাল দেশপ্রেমের গান। এক ফাঁকে সুমী জানিয়ে দিল, ইলমা ভালো নাচতেও জানে।

তানজিলা, ইলমা, সুমী—এরা সবাই আজিমপুরের স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম এতিমখানার বাসিন্দা। এখানকার মেয়েদের হোস্টেলে থেকে পড়ালেখা করছে তারা। তানজিলা খানম (১৬) এবার বদরুন্নেসা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। আর ইলমা এতিমখানার স্যার সলিমুল্লাহ জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। সুমী আকতার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতিমখানা নয়, তারা বলল, এটা তাদের বাড়ি।

১৯০৯ সালে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এই এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। নাজির হোসেন *কিংবদন্তির ঢাকা* বইতে বলেছেন, 'ইসলামিয়া এতিমখানা' নামে ইসলামপুরের আহসান উল্লাহ রোডে প্রথমে এতিমখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এতিমখানার পরিসর বেড়ে গেলে একে আজিমপুরে সরিয়ে আনা হয়।

এতিমখানার অফিস সহকারী বজলুর রহমান পাটোয়ারী বলেন, এখানে শুরু থেকেই ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে। ছয় থেকে নয় বছর বয়সী পিতৃহীন শিশুদের এখানে ভর্তি নেওয়া হয়। ভর্তির পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেন, এতিমখানার অফিস থেকে ফরম সংগ্রহের পর তা পূরণ করে জমা দিতে হয়। ফরমগুলো যাচাই-বাছাইয়ের পর নির্বাচিত শিশু ও তার অভিভাবককে ভর্তির জন্য মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। '১৮ বছর বয়স পর্যন্ত পড়ালেখা ও ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ এতিমখানার পক্ষ থেকেই বহন করা হয়।'

অফিস সূত্রে জানা গেল, এখানে এখন ছেলেমেয়ের মোট সংখ্যা ২৬৮। মেয়েদের হোস্টেলের সুপার সালেহা বেগম। এখানে চাকরি করছেন ৩০ বছর। তিনি জানালেন, হোস্টেলে মেয়ের সংখ্যা এখন ১২৭ জন। নিয়ম বেশ কড়া। ভোরের আলো ফোটার আগে ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেওয়া হয়। ফজরের নামাজের পর বাধ্যতামূলকভাবে সবাইকে আরবি পড়তে হয়। আরবি পড়ে, নাশতা খেয়ে স্কুল বা কলেজে যায় মেয়েরা। আর ঘুমাতে যাওয়ার সময় রাত ১০টা।

> এখানে শুরু থেকেই ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে। ছয় থেকে নয় বছর বয়সী পিতৃহীন শিশুদের এখানে ভর্তি নেওয়া হয়
>
> **বজলুর রহমান পাটোয়ারী**
> এতিমখানার অফিস সহকারী

এতিমখানার মেয়েদের সাফল্যের কথাও জানালেন সালেহা। বললেন, আজিমপুর এতিমখানার মেয়েদের অনেকেই এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর দুজন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। অনেকে সরকারি চাকরিও করছেন।

এতিমখানার বাসিন্দা সুমী আকতার (১৭) সম্প্রতি বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ থেকে ৪.৭৫ পেয়ে বাণিজ্য বিভাগ থেকে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিল। এখন প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির। তার ইচ্ছা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগে ভর্তি হওয়া।

মেয়ে হোস্টেলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য চার বছরের নিশিও জানাল তার স্বপ্নের কথা। বড় হয়ে ডাক্তার হবে সে।

বয়স অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও বিশেষ বিবেচনায় চারজন মেয়ে এতিমখানার হোস্টেলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখা করছেন। সালেহা বলেন, 'এখানকার অনেক মেয়েই বেশ মেধাবী। সুযোগ পেলে আমাদের মেয়েরা সেরা রেজাল্ট করে দেখাতে পারে। আমরা আমাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়েই যতটুকু পারি, সাহায্য করে যাচ্ছি।'

সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং কিছু ব্যক্তিগত অনুদানের সাহায্যে বর্তমানে এতিমখানার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ভারপ্রাপ্ত সুপার নাজমুস সাদাত বলেন, এতিমখানার মেয়েদের স্কুল স্যার সলিমুল্লাহ জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্বল্পতাসহ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু শিশুদের খাওয়া-পরার কোনো অসুবিধা নেই। তিনি বলেন, 'আমরা চাইলেই একটা বাচ্চার এক্সট্রা কেয়ার নিতে পারি না। কিন্তু আমরা যতটুকু করি, তা-ই ওরা বড় করে দেখে।'

সুমীর বয়স সামনে আঠারো হবে। এতিমখানা ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে তার। বলল, 'এইখানে সবাই একসঙ্গে থাকি। সবাইকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে।'